তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

আসক তদন্ত ইউনিট

বিষয়	ঃ	**জয়পুরহাট বারের সহ-সভাপতি এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাককে র‍্যাব পরিচয়দানকারী লোকজন কর্তৃক নির্যাতন**
সূত্র	ঃ	জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল জাস্টিস ইউনিট, আসক
কার্যসূত্র	ঃ	আসক পরিচালক (তদন্ত ও তথ্য সংরক্ষণ) কর্তৃক টেলিফোন নির্দেশ তারিখ- ৩/৪/০৮ ইং রাত ১১.৪০ মিঃ
ঘটনার তারিখ ও সময়	ঃ	০৩/০৪/০৮ইং ভোর রাত আনুমানিক তিনটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।
তথ্যানুসন্ধানের তারিখ	ঃ	০৪/০৪/০৮ - ০৫/০৪/০৮ ইং
তথ্যানুসন্ধানকারী	ঃ	শাহ আলম ফারুক (সিনিয়র তদন্তকারী, আসক) অনির্বান সাহা (সহকারী তদন্তকারী, আসক)

বিবরণঃ

জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের ১নং ওয়ার্ডের ৪ নং কেবিনে চিকিৎসাধীন এ্যাডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাকের সাথে ৪ এপ্রিল'০৮ সন্ধ্যায় কথা হলে তিনি জানান- জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের বসাকপাড়ায় নিজ বাড়িতে তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি মৎস্যচাষ, কৃষি কাজের সাথে জড়িত। বসতবাড়ির কাছাকাছি আনুমানিক দুই/আড়াইশ গজ দূরবর্তী এক পুকুরে তিনি মাছ চাষ করেন। ২/৪/০৮ ইং বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার আগে তিনি বসতঘর থেকে ঐ পুকুরের মাঁচান(পুকুরের ভেতরে পাহারা দেবার জন্য নির্মিত টং ঘর)-এ গিয়ে বসেন। রাত আনুমানিক তিনটার দিকে র‍্যাব পোশাকে ২জন এবং সিভিলে ৬/৭ জন পুকুরের পাড়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে- বিমান উকিলের বাসা চেনেন? প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের বলেন - আমি-ই বিমান উকিল।

এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক জানান- এরপর ঐ সব লোকজন তাকে ধরে মারতে শুরু করে। তার কাছে তারা ২টা মূর্তি** চায়। এডভোকেট বিমান তাদের বলেন-'আমি আইনজীবী মানুষ- আমি ওসবের মধ্যে নেই............আমার কাছে কোন মূর্তি নেই'। র‍্যাব এবং সাধারণ পোশাকধারী লোকেরা কোন কথা না শুনে মারতে মারতে তাদের বহণকারী মাইক্রো যেখানে রাখা(আনুমানিক ৫০ গজ দূরে) ছিল, সেখানে নিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে তার দু হাতে হ্যান্ডকাপ লাগানো হয়। হ্যান্ডকাপ পরা অবস্থায় কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে মাইক্রোর দিকে নিয়ে যাবার সময় এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান।

এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক জানান- তিনি তাদের বলেন, আপনারা র‍্যাবের বড় কর্মকর্তা জয়পুরহাট থেকে আরম্ভ করে, আর্মি থেকে আরম্ভ করে, এসপি-ওসি থেকে আরম্ভ করে সবাইকে মোবাইল করে খবর নেন, আমি এরকম কাজের সাথে জড়িত কি না? তিনি যখন এরকম বলছিলেন- তখন তারা তাকে ল্যাংটির বাচ্চা, মালুর বাচ্চা, মিথ্যা কথা বলছো- বলতে বলতে পেটাতে পেটাতে মাইক্রোতে তোলে। সেখান থেকে আনুমানিক ২০০/২৫০ গজ দূরে মাহমুদপুর দ্বিমুখী হাইস্কুলের মাঠে নিয়ে গাড়ী থেকে তাঁকে নামানো হয়।

এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক জানান- গাড়ি থেকে নামিয়ে তাকে তারা আবারো বলে - আবার বলছি (মূর্তি) দ্যান, আপনার বাড়িতে আছে না ভারতে পাঠায় দিছেন। তিনি আরো জানান- এরকম বলতে বলতে তারা নানাভাবে তাকে শারীরিক নির্যাতন করছিল। পেটানোর সময় তাদের ২/৩টি লাঠি ভেঙ্গে যায়। এক পর্যায়ে হ্যান্ডকাপও ভেঙ্গে যায়। তারা বার বার বলছিল- দ্যাও, নইলে আরো টর্চারিং করা হবে।

এ্যাডভোকেট বিমান জানান- স্কুল মাঠের এক পাশে নাইট গার্ড সোলায়মান আলীর বাসা। ঐ বাসা থেকে তারা বদনা, বালতি ও গামছা নিয়ে আসে। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে চোখ, মুখ গামছা দিয়ে ঢেকে দুদিক থেকে দুজন গামছা চেপে ধরে রাখে। বুকের

উপর একজন বসে। এরপর একদিকে নাকের উপর পানি ঢালতে থাকে, অন্যদিকে পায়ের পাতায় লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। এভাবে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে টর্চার করা হয়। এরপর তাদের একজন তার গলায় পিস্তল ধরে বলে এখনি মেরে ফেলবো। পরবর্তী কিছু সময় তারা মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করতে থাকে।

এডভোকেট বিমান বলেন- 'ওই সময় এক পর্যায়ে আমি মনে করলাম– জীবনটা চলে গেল।' তিনি জানান- এমন মারপিটের পর তারা মাইক্রো নিয়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকলে তিনি মাথা উচিয়ে গাড়ির নাম্বার দেখার চেষ্টা করেন। ওসময় র‌্যাব পোশাক পরিহিত দাঁড়িওয়ালা এক লোক বলে শালা (গাড়ি) নাম্বার নিতে চায়।

এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক জানান– এরপর তাকে আবার মাটিতে শোয়ায়ে নাকে মুখে পানি ঢালা এবং পায়ের তলায় লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। এরই মধ্যে চতুর্দিকে লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। কাউকে ওরা কাছে ভিড়তে দিচ্ছিল না। এক সময় ওরা বলছিল– একটা হিন্দুরে মাইরা ফালাইলে কি হবে?
তিনি আরো জানান-এ পর্যায়ে ১৫/২০ মিনিটি টর্চার করে তারা বলে ব্রাশফায়ার করবে। ওদের মধ্যে কে যেন বললো– বেচারাতো মূমুর্ষূ unnecessary টর্চারিং করলেন। এমনিতেতো মরে যাচ্ছে আবার ব্রাশফায়ার করবেন। এরপর তারা তাকে মাঠে ফেলে মাইক্রো নিয়ে স্কুল মাঠ ত্যাগ করেন। এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক বলেন– 'গাড়ি যাবার পর মনে হচ্ছিল যে আমার .... বোধ হয় মারা যাচ্ছি। একটু পর নি:শ্বাস ফিরল।' তিনি জানান– তারপর তিনি স্কুল মাঠ থেকে উঠে 'অতিকষ্টে স্কুলের টিনের (একটি) ঘরের বারান্দায় এসে পড়ে থাকলেন। আমার ভয় হচ্ছিল যদি তারা আবার এসে মারপিট করে। সেখান থেকে ১৫/২০ মিনিট পর হামাগুড়ি দিয়ে............ কোনক্রমে বাড়ি চলে আসেন।'

সুজিত বসাক (পিতা– নিমাই চন্দ্র বসাক, গ্রাম– রসুলপুর, এড. বিমান চন্দ্র বসাকের ভাগনে) জানান– তিনি তখন এক মামার ঘরে ছিলেন। ফজরের আজান শেষ হবার পর তখন চারদিক পরিস্কার হচিছল। এড. বিমান চন্দ্র বসাকের ঘরে এসে সুজিত দেখেন– 'বিমান মামা রক্তাক্ত অবস্থায় লুঙ্গিপরা খাটে শোয়া। জ্ঞান ছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিলেন না।' সুজিত আরো জানান– এরপর তার বাবাসহ অন্যরা আসে। বেবী টেক্সী আনা হয় বাড়িতে। ওই বেবিটেক্সিতে তুলে তাকে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সরাসরি পর্যবেক্ষনে দেখা যায়– এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাকের মাথা, গলা ও মুখে আঘাতের চিহ্ন- ছোট ছোট ক্ষত, ডান পায়ের হাটুর নীচের হাঁড় ভাঙ্গা যেখানে ফ্র্যাক্সার হয়ে গেছে, বা বাহুতে আঘাতের চিহ্ন সহ পায়ের তলা থেকে শুরু করে সারা শরীরে নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে। ডান হাত ফোলা, বাম হাতের কিলুনীতে কালো দাগ, মুখে ঠোটের নীচে ছোট ফাটার দাগ, মাথায় ছোট ছোট ফোলা ফোলা আঘাত।

এডভোকেট বিমান জানান– এ ঘটনার আগে তার 'কোন অসুস্থতা নেই। জীবনে ডাক্তার কবিরাজ লাগে নাই। অসুস্থ হয়ে বেডে পড়ে থাকার নজির ও নেই।' তিনি জানান– তিনি ওকালতির সাথে সাথে ক্ষেত খামার কৃষি, মাছ চাষের সাথে সম্পর্কিত দৈহিক শ্রমের কাজও করেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী ছাড়াও তার বিদ্যুৎ (১২) ও রনি (১০) নামের দু'পুত্র সন্তান আছে।

এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক জানান– ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি, পূজা উদযাপন পরিষদের ক্ষেতলাল উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য, জয়পুরহাট আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ সদস্য এবং মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ জয়পুরহাট শাখার সহ-সভাপতি।

জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক আরো জানান– র‌্যাবের জয়পুরহাট ক্যাম্পের মেজর শাহ আলী ০৩/০৪/০৮ সন্ধ্যায় হাসপাতালে তাকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন 'আমার এখান থেকে কোন টীম ওখানে যায় নাই।'

এডভোকেট বিমান আরো জানান– র‌্যাবের পোশাক পরা ড্রাইভার তার কাছ থেকে মুখ লুকোনোর চেষ্টা করছিল। তাকে যখন গাড়িতে করে আনা হচ্ছিল তখন সে একবারও 'মাথা উচু' করেনি, স্কুল মাঠে সে গাড়ি থেকে নামেনি। তিনি তাকে নির্যাতনের সাথে সংশিষ্ট অন্তত: দুজনকে সনাক্ত করতে পারবেন বলে আসক তদন্ত টীমকে জানান।
প্রসঙ্গত এডভোকেট বিমান বলেন– 'আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রু নেই। কোন সন্ত্রাসীও এগুলো করে নাই।' তিনি জানান- যে পুকুর পাড় থেকে তাকে ধরা হয় তার সন্নিকটে অবস্থিত ৩৫ শতক দেবোত্তর সম্পত্তি নিজের বলে দাবী করে জনৈক দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী তা দখল করার চেষ্টা করেছেন। ঐ ব্যক্তি ওখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের পূজা পার্বন করতে দেবে না বলে হুমকি দেন। এ নিয়ে এডভোকেট বিমান সহ ৬ জন ক্ষেতলাল সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা করেন। মামলা নাম্বার ৬২/২০০৭। এ মামলায় গত তারিখে কমিশনের মাধ্যমে সরেজমিন তদন্তের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। ৩/৪/০৮ ইং এ আবেদনের শুনানী হবার কথা ছিল। ঐ দিন ভোর রাতেই এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাকের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

তিনি জানান– সেখানে থাকা টিনের ছাপড়া ঘর ঝড়ে উড়ে গেছে। বর্তমানে সেখানে কালি, সন্ন্যাস মূর্তি স্থাপিত আছে। যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজা পার্বন করে। এডভোকেট বিমান ও তার স্বজন (ভাগনে সুজিত, ভাই বিনয় চন্দ্র বসাক)রা জানান– উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির বিরোধের সূত্র ধরে উক্ত দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী থানা, যৌথ বাহিনী, র‌্যাব সহ নানা দফতরে দরখাস্ত দিয়ে তাদের হয়রানি করার চেষ্টা করে আসছিল। সাক্ষাতে, অসাক্ষাতে সে বলে আসছিল উকিলের এত টাকা পয়সা হয়েছে...... উকিলকে শেষ করে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদসহ বিভিন্ন জায়গায় সে (দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী) এরকম হুমকি দিয়ে আসছিল।

জয়পুরহাট বারের জয়েন্ট সেক্রেটারী আবু নাসিম মোঃ শামীমুল ইমাম শামীম জানান– ঘটনার পর সকালে (৪/৪/০৮) আইনজীবীদের পক্ষে জয়পুরহাট র‌্যাব ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে মেজর শাহ আলী বলেন– এ ক্যাম্পের কেউ এ কাজ করে নাই। তবে বগুড়া থেকে আসতে পারে। পরে আইনজীবীরা বগুড়া ক্যাম্পে যোগাযোগ করলে তারা জানান– তাদের ওখান থেকে এরকম অভিযান চালানো হয় নাই। এরপর জয়পুরহাট ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর শাহ আলী উল্টা বলতে শুরু করেন- র‌্যাবের কেউই এ ঘটনার সাথে জড়িত নয়।
অন্য একজন আইনজীবী মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদের সদস্য, এডভোকেট গোলাম মোকাররম চৌধুরী জুয়েল বলেন– যে স্টেটম্যান্টটা উনি দিয়েছেন তাতে আমরা ধারনা করছি র‌্যাবই উনাকে টর্চার করেছে।

হাসপাতালে চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য ঃ
জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের ১ নং ওয়ার্ডের রেজিষ্টারে প্রদত্ত তথ্যানুসারে এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক (৫০) কে ৩/৪/০৮ ইং সকাল ৭.০৫ মি. এ হাসপাতালে আনা হয়। এ সংক্রান্ত হাসপাতালের বর্হিবিভাগীয় রেজিঃ নং ৫৭১১/১১৬/৮। হাসপাতালে ভর্তির কারন হিসেবে লেখা হয়– H/o. Physical assault. ভর্তির রেজিঃ নং ৫৪৬৮/১০৮/৬। চিকিৎসার ফাইলে দেখা যায়– একাধিকবার ভিকটিমের এক্সরে করা হয়েছে। কর্তব্যরত এক হাসপাতাল স্টাফ জানান– একটি এক্সরেতে তার ডান পায়ের হাটুর নীচে fracture ধরা পড়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য ঃ
৫ এপ্রিল ২০০৮ আসক তদন্ত টীমকে মাহমুদপুর দ্বিমুখী হাইস্কুলের নাইটগার্ড সোলায়মান মন্ডলের স্ত্রী নার্গিস জানান– রাত আনুমানিক ৩টার পর কিছু লোক তাদের বাড়ির গেটে এসে দরজা ধাক্কাতে থাকে। নার্গিস বলেন– আমাদের দুইটা গাভী অসুস্থ। গাভীদের ওখানে আমি কয়েল জালাতে গেছি। এ সময় ওরা এসে দরজা ধাক্কা দেয়। ওরা বলে আমরা থানার লোক। নার্গিস আরো জানান– প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর ওদের এরকম ডাকাডাকির মুখে তার ছেলে সুমন দরজা খুলে দিলে ওরা বলে– আমরা র‌্যাবের লোক। তারপর তারা আমাদের ঘর থেকে বালতি, বদনা, গামছা চেয়ে নেয়। বাড়ির কল থেকে পানি নেয়। নার্গিস আরো বলেন- আমি বাড়ির গেট/দরজা খুলে দেখি উনাকে মারপিট করা হচ্ছে। জোরে জোরে বাড়ি মারাার/মারধর করার শব্দ আমাদের কানে আসছিল।

মাহমুদপুর দ্বিমুখী হাইস্কুলের নাইটগার্ড সোলায়মান মন্ডল বলেন-
আমি তখন স্কুলে পাহারা দিচ্ছিলাম । পরে মাঠে শব্দ শুনে মাঠের

উত্তর দিক দিয়ে ঘরে এসে শুনলাম তারা আমার ঘর থেকে বালতি, বদনা, গামছা নিয়েছে। আমি ঘর থেকে উকিলের আর্ত চিৎকার শুনেছি। একপর্যায়ে তিনি বলছিলেন- আমার দুইটা বাচ্চা আছে আমাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু তবুও ওরা উনাকে মারছিল।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য ঃ
ক্ষেতলাল উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রশীদ চৌধুরী জানান– সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার দিকে তিনি বিষয়টি জানতে পেরে স্কুল মাঠে গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকজনের সাথে তার কথা হয়। এক বাড়ি থেকে গামছা, বদনা, বালতি এনে বিমান বাবুর নাকে মুখে পানি ঢালা হয়, পায়ের পাথায় লাঠি দিয়ে পেটানো হয় বলে তিনি জানতে পারেন। লোকজন সেখানে ভীড় জমায়। তারা আসতে চাইছিল, কিন্তু তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

তিনি আরো বলেন– বিমান বাবু একজন ভালো মানুষ। শুধু আমি না আপনারা এলাকায় সবার সাথে কথা বলেন সবাই উনার সম্পর্কে একই কথা বলবে। তিনি একজন আইনজীবী। উনার মতো একজন মানুষ যদি এরকম পরিস্থিতির শিকার হন তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হতে পারে? ভেবে দেখেন। তিনি বলেন– যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলছে র‌্যাবই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এখন যদি র‌্যাব বলে তারা করেনি। তাহলে র‌্যাবের পোশাক পরা কোন ব্যক্তিরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করার দায়িত্বও তাদের।

র‌্যাব কর্মকর্তার বক্তব্য ঃ
র‌্যাব-৫ এর অধীন জয়পুরহাটে কর্মরত ক্রাইমস প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোঃ শাহ আলীর সাথে ৫ এপ্রিল দুপুরে কথা হয় জয়পুরহাট র‌্যাব ক্যাম্পে তার অফিসে। তিনি জানান– তার টীমের কেউ এ ঘটনার সাথে জড়িত নয়। এরপরও তিনি এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাককে বলেছেন তার কোম্পানীর সব সদস্যকে তিনি দেখে যদি কেউ ঘটনার সাথে জড়িত থাকে তাকে সনাক্ত করতে পারবেন কিনা? এডভোকেট বিমান বাবু অন্তত: ২ জনকে সনাক্ত করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি যথাযথ সহায়তা করবেন বলে আসক তদন্তটীমকে জানান।

প্রসঙ্গত তাকে প্রশ্ন করা হয়– নির্যাতনের ধরণ দেখে ধারনা হয় প্রশিক্ষিত লোক (যে কোন বাহিনী) ঘটনা ঘটিয়েছে? এ প্রশ্নে মেজর আলী জানান– আসলে বিভিন্ন বাহিনী বিশেষত: র‌্যাব কিভাবে কাজ করে এটাতো এখন সবাই জানে। সে অনুযায়ী কেউ একইরকমভাবে ঘটনা ঘটাতে পারে। তিনি বলেন– সন্ত্রাসীরা অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফর্ম ব্যবহার করছে। এ সূত্রে তিনি কিছুদিন আগে মাইক্রোতে মৃতদেহ বহনের কফিন রেখে, আতর গোলাপ দিয়ে শোকাহত পরিবেশ তৈরি করে ফেনসিডিল বহন করার ঘটনার কথা বলেন।

তিনি জানান– তারা বিমান চন্দ্র বসাকের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন, তিনি একজন ভদ্রলোক। এলাকায় তার ভাল Reputation আছে। মানুষের বিপদে আপদে তিনি পাশে থাকেন বলে জেনেছি। এরকম একজন মানুষের উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনায় মেজর আলী দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– আমরা এ বিষয়ে তদন্ত করছি। আমরা চিহ্নিত করতে চাই কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

মেজর আলী বলেন– র‌্যাব যদি এরকম কোন ঘটনার সাথে জড়িত থাকতো তাহলে উনাকে ফেলে আসতো না– আমাদের কাছে অনেক পরিত্যক্ত মূর্তি থাকে। ওরকম কোন মূর্তি দিয়েও আমরা উনাকে চালান করে দিতে পারতাম। মেজর আলী এ বিষয়ে প্রকৃত জড়িতদের চিহ্নিত করণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা জোর দিয়ে উলে-খ করেন। প্রথমত: বগুড়া থেকে আসতে পারে। পরে বগুড়া না বললে তিনি বলতে থাকেন র‌্যাবের কেউ করেনি? এ প্রশ্নে তিনি জানান– তার পক্ষ থেকে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। কারন তিনি জানেন তার ক্যাম্পের কেউ যায়নি। তাই যখন তিনি জানতে পারেন বগুড়ার কেউ অভিযানে আসেনি। তখন নিশ্চিত হন র‌্যাবের কেউ জড়িত নয়।

আইনগত পদক্ষেপ ঃ
এ ব্যাপারে এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক বাদী হয়ে ক্ষেতলাল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং- ০৪, তারিখ- ১০/০৪/০৮ইং, ধারা-৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬ ও ৩০৭ দঃ বি.। তদন্ত কর্মকর্তা- এস আই সিদ্দিকুর রহমান।
সর্বশেষ ১৫/০৬/০৮ইং তারিখে যোগাযোগ করা হলে ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান- এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা যায়নি। তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবেদক ঃ শাহ আলম ফারুক

***   প্রাচীন দুর্লভ মূর্তি দেশের বাইরে পাচার করার জন্য জয়পুরহাটের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বিভিন্ন সিন্ডিকেট আছে বলে প্রকাশ। মাঝে মাঝে এসব সিন্ডিকেটের লোকজনকে সরকারি সংস্থার লোকেরা আটক করে। বর্তমান ক্ষেত্রে এড. বিমানকে শারীরিক নির্যাতন করার জন্য মুর্তির অজুহাত দেখানো হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে ।*